গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজিস্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web:www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-২১১

তারিখঃ ১৭/০৭/২০১৭খ্রিঃ
সময়ঃ বিকাল ৪.০০ টা

সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নেই।

আজ রাত ১ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণপূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসঃ রংপুর এবং খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হাল্কা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরুপ:

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৫.৮	৩৫.৫	৩৫.২	৩৬.৪	৩৫.৬	৩৫.৬	৩৫.৮	৩৪.৫
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৫.৬	২৭.৮	২৬.২	২৬.৭	২৭.৫	২৬.৬	২৬.৪	২৬.৮

দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সিলেট ৩৬.৪° সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল গোপালগঞ্জ ২৫.৬° সে.।

নদ-নদীর পানি হ্রাস /বৃদ্ধির সর্বশেষ অবস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো)

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	৯০ টি	পানি স্থিতিশীল রয়েছে	০৪ টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৪টি	তথ্য পাওয়া যায়নি	০৩ টি
পানি হ্রাস পেয়েছে	৪৯টি	বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে	১১টি

অদ্য নিম্নবর্ণিত ১১ টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

ক্রঃ নং	স্টেশনের নাম	নদীর নাম	গত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (সে.মি.)
১	বাহাদুরাবাদ, জামালপুর	যমুনা	-৩১	+২৬
২	সারিয়াকান্দি, বগুড়া	যমুনা	-১৭	+২১
৩	কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ	যমুনা	-২৫	+২৯
৪	সিরাজগঞ্জ	যমুনা	-২০	+৪৬
৫	বাঘাবাড়ি, সিরাজগঞ্জ	আত্রাই	-০৭	+২৮
৬	এলাসিন, টাংগাইল	ধলেশ্বরী	-০৬	+৬১
৭	গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী	পদ্মা	-১২	+১৩
৮	কানাইঘাট, সিলেট	সুরমা	+০৯	+৭১
৯	অমলশীদ, সিলেট	কুশিয়ারা	+০৯	+১৩০
১০	শেওলা, সিলেট	কুশিয়ারা	+০২	+৯১
১১	শেরপুর-সিলেট	কুশিয়ারা	-০৩	+১১

গত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতঃ (গতকাল সকাল ০৯ টা থেকে আজ সকাল ০৯ টা পর্যন্ত)

ষ্টেশন/জেলার নাম	বৃষ্টির পরিমাণ (মিমি)
লামা, কক্সবাজার	৪৮.০

বন্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি:

সিলেট: জেলা প্রশাসক, সিলেট এর পত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় জেলার ৮ টি উপজেলায় ৫৬টি ইউনিয়ন ও ১ পৌরসভা ৪৭৭ টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। বন্যায় এ সকল এলাকার ২১,০২০ টি পরিবারের ১,৪৩,৫৩০জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ৪,৮৬১টি ঘরবাড়ি, ৪৩৩০হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মৃত হাঁসমুরগী ও গবাদিপশুর সংখ্যা ৭৪২১টি। বন্যার কারণে জেলার ৯৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। জেলায় মোট ১২টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং এতে ১৫১ টি পরিবারের ৬৮৯ জন লোক আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছে। **বন্যার পানিতে ডুবে বালাগঞ্জ উপজেলায় ২ জন ও দক্ষিণ সুরমা উপজেলায় ১ জনসহ মোট ৩ জন মারা গেছে।** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক ৬১৩.৫৫০ মেঃটন জিআর চাল, ৯,৩৭,৫০০ টাকা উপজেলায় উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বন্যার্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে মজুদ আছে ৩৫০মে.টন চাল এবং ৫,৪০,০০০টাকা। জেলায় নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

মৌলভীবাজার : জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টি ও পাহড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় জেলার ৭ টি উপজেলার মধ্যে ৫টি উপেজলা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (কুলাউড়া ,বড়লেখা, জুরি, রাজনগর ও সদর)। বন্যায় জেলার ২৫টি ইউনিয়ন, ১টি পৌরসভা, ২৯৪টি গ্রাম, ৫৩,৩৪২ পরিবার, ২,৯৪,২৭০ জন লোক, ৫২৫ টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ, ৬,৯০৮ টি ঘরবাড়ি আংশিক, ৫,৬৪৩হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার কারণে ১২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। ১৯টি আশ্রয়কেন্দ্রে ৩০২টি পরিবারের ১,৪১৪জন লোক অবস্থান করছে। **বন্যার কারণে জেলার বড়লেখা উপজোয় ৪ জন, রাজনগর উপজেলায় ২জন এবং জুরি উপজেলা ৪ জনসহ মোট ১০ জন লোক এ পর্যন্ত মারা গেছে।** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে ১০২৫ মেঃটন জিআর চাল, ৪৬,০০,০০০ টাকা এবং ৩০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন এ বরাদ্দ থেকে উপজেলাসমূহের অনুকুলে ৯২৫মে.টন জি আর চাউল, ৪০,৯৯,৫০০ জিআর ক্যাশ ও ৩০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকার পানি নেমে যাচ্ছে। সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

জামালপুর: জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার ৭ টি উপজেলার (দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ, সরিষাবাড়ি, সদর, বকসীগঞ্জ ও মেলান্দহ) ৪৮টি ইউনিয়ন, ৩ টি পৌরসভার ৪৪৭টি গ্রাম বন্যা কবলিত হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সংখ্যা- ৪৫,০৫৫টি, ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা ২,২৮,৮৮০জন, ঘরবাড়ি ৩২৬ টি (সম্পূর্ণ- নদী ভাংগনে), ২,৪৯০টি (আংশিক), ক্ষতিগ্রস্ত ফসল ৭,০৭৩ হেক্টর (আংশিক), কাঁচারাস্তা ২৭৩কি.মি. (আংশিক), পাকা রাস্তা ৪৫ কি.মি. (আংশিক), ব্রীজ কালভার্ট ১টি, বাঁধ ৮ কি.মি. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২২৬টি (আংশিক)। বন্যার কারণে ২৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকায় মোট ৮টি আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিত লোকের সংখ্যা ৩,২৫৫জন। **বন্যার কারণে মৃতের সংখ্যা ৪জন।** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে জামালপুর জেলার অনুকুলে মোট ৫২৫ মেঃটন জিআর চাল, ১৪,৫০,০০০/- জিআর ক্যাশ ও ৬০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রাপ্ত বরাদ্দ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাসমূহের অনুকুলে ৪৫০ মেঃটন জিআর চাল, ৭,১৫,০০০/- টাকা ও ৬,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার উপ-বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমানে নদীর পানি কমতে শুরু করছে। সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

বগুড়া : জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে জেলার ৩ টি উপজেলার (সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট) ১৪টি ইউনিয়নের ১৯১টি গ্রাম বন্যা কবলিত হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ১৭,০৪০টি, ক্ষতিগ্রস্ত ফসল ৫,০৮৫হেক্টর, পাকা রাস্তা ৫ কি.মি. কাঁচারাস্তা ৬০ কি.মি., শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৮১টি। বন্যার কারণে আশ্রয়ন প্রকল্পে ৩,০৬০ জন, বিভিন্ন বাঁধে ১৪,১০০জন আশ্রয় গ্রহণ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাসমূহের অনুকুলে ২৮৫মে.টন জিআর চাউল এবং ৩,৫০,০০০টাকা এবং ২,০০০প্যাকেট শুকনো খাবার উপ-বরাদ্দ করা হয়েছে। নদ-নদীর পানি কমছে। বন্যা কবলিত এলাকার পানি নেমে যাচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

গাইবান্ধা : জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে আসা পানিতে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার ৭টি উপজেলার মধ্যে ৪টি উপজেলার ৩০ টি ইউনিয়নের ১৯৪টি গ্রাম বন্যা কবলিত হয়ে ৬০,৩৩৮টি পরিবার ও ২,৪১,২১৩জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ঘরবাড়ি ১২,৭৫৭টি, ফসল ২৫৪ হেক্টর, শিক্ষা/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ১৩৪টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। **বন্যার কারণে ৩ জন লোকের মৃত্যু হয়েছে।** বন্যার কারণে ৩৪টি আশ্রয় কেন্দ্রে ৪,৯২০ জন লোক অবস্থান করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যার্তদের মাঝে ২৯৫ মে.টন জিআর চাউল, ১৭,৫০,০০০ টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকার পানি দ্রুত নেমে যাচ্ছে। **পরিস্থিতি উন্নতি হচ্ছে।**

সিরাজগঞ্জ: জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত পত্রে জানা যায় যে, অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে আসা পানিতে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার ৫ টি উপজেলা (সিরাজগঞ্জ সদর, কাজীপুর, বেলকুচি, চৌহালী ও শাহাজাদপুর) এর নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ফলে ৫টি উপজেলার ৫০টি ইউনিয়নের মধ্যে ৪৫টি ইউনিয়রের ২৪৭টি গ্রাম, ৫০১২৫টি পরিবার, ২,৩২,৮০০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির সংখ্যা সম্পূর্ণ- ২১৩৯টি, আংশিক- ২৮১৭৭টি, ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের পরিমান ১৩,৭৫৬ হেক্টর, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ৯ টি, আংশিক ৩৭৬টি, বাঁধ আংশিক ৬ কি.মি.। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের সাহার্যার্থে ৩৬৩ মে. টন জি আর চাউল, ৯,০০,০০০/- টাকা ও ২০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় বন্যার পানি দ্রুত কমতেছে। আশা করা যায় আগামী কালেল মধ্যে নদীর পানি বিপদসীমার নিচে নেমে যাবে।

কুড়িগ্রাম : অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে আসা পানিতে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জেলার ৯ টি উপজেলার ৪২ টি ইউনিয়নের ৫৪৮ টি গ্রাম বন্যা কবিলেত হয়েছে। বন্যায় ৫২,৩৯৩টি পরিবার, ১,৫৮,৫৭১ জন লোক, ৪৯,৩৯২টি ঘরবাড়ি, ৩,৮১২ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৪৩ টি, ব্রীজ কালভার্ট ১৭টি (আংশিক), বাঁধ ১.৫ কি.মি. ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জেলায় মোট ২৫৯টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর মধ্যে ২৫টি আশ্রয় কেন্দ্রে ৯১৩পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। **বন্যার পানিতে ডুবে জেলার চিলমারি উপজেলায় ৩ জন ও সদর উপজেলায় ১ জনসহ মোট ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।** দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের সাহার্যার্থে ৪০০মে.টন চাল এবং ১১,৫০,০০০ টাকা এবং ৪,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাসমূহের অনুকুলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বন্যার পানি কমতে শুরু করছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

লালমনিরহাট: জেলা প্রশাসক জানান যে, জেলার ৪টি উপজেলার ১৭টি ইউনিয়ন এবং ২৬,১৯৯টি পরিবার (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যান্য উপজেলায় বন্যা দেখা দেয়নি। হাতিবান্ধা উপজেলার বন্যার পানি নেমে গেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের সাহার্যার্থে ২২৩মে.টন জিআর চাল এবং ১৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। নদীর পানি কমছে। বন্যার কবলিত এলাকার পানি কমে গেছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

রংপুর: জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টি ও উজানে নেমে আসা পানিতে জেলার ৩টি উপজেলা (গংগাচুড়া, কাওনিয়া, পীরগাছা) এর ১১টি ইউনিয়ন, ৪৮টি গ্রাম, ৯,৪৮৫টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পীরগাছা উপজেলায় ২টি স্কুলে পানি প্রবেশ করে। গংগাচুড়া উপজেলায় তিস্তা নদীর ভাংগনে ১৩০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গংগাচুড়া উপজেলায় ৪০মেট্রিক টন, কাউনিয়া উপজেলায় ১০মে.টন এবং পীরবাগাছা উপজেলায় ১০মে.টন চাউল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বন্যার পানি নেমে গেছে। সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক।

নীলফামারী: জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবর্ষণ ও উজানে নেমে আসা পানিতে জেলার ২টি উপজেলা (ডিমলা এবং জলঢাকা) এর ১০টি ইউনিয়ন এবং ৩,২৮০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থদের সাহার্যার্থে ১৮০ মে.টন চাল এবং ৬,০০,০০০টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার অনেক নিচে। বন্যা কবলিত এলাকার পানি নেমে গেছে। পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

(জি এম আব্দুল কাদের)
উপ-সচিব (এনডিআরসিসি)
ফোন: ৯৫৪৫১১৫

সদয় অবগতি/ প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতা /পদ মর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ ত্রাণ/দুব্য/সিপিপি ও এনডিআরসিসি/উন্নয়ন/ত্রাণ প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী, ঢাকা।
০৯। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধসহ।
১০। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১২। যুগ্ম সচিব (প্রশাঃ/ সেবা /দুব্যক-১/দুব্যক-২/সমন্বয় ও সংসদ/ত্রাণ প্রশাসন/আইন সেল/দুব্যপ্রঃ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। উপ-সচিব (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রশাঃ/বাজেট/অডিট/ত্রাণ প্রশাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উপ-প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৫। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধসহ।
১৬। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৭। মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x**২৪**) খোলা রয়েছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য NDRCC'র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ email নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ NDRCC'র টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; **ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০।** **Email: ndrcc@modmr.gov.bd/ drcc.dmrd@gmail.com, হট লাইনঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, ০১৭১১-১৬১৯২৬, ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, মোবাইল নম্বরঃ** অতিরিক্ত সচিব (এনডিআরসিসি) ০১৭৩৭-২৫০৮৮৮, www.modmr.gov.bd